প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ
বন্ধ করুন প্রিন্ট করুন
আজ, সোমবার, ৮ জুন ২০০৯, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, [illegible]
[illegible]

প্র তি ক্রি য়া

লাভের গুড় কে খায়?

এম এ সালাম

২৭ মে প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় ‘সাবমেরিন কেব্‌ল: লাভের গুড় কে খায়?’ শিরোনামে মুনির হাসান অত্যন্ত জরুরি বিষয়ে সহজ-সরলভাবে বাংলাদেশ পনেরো বছর আগে সাবমেরিন কেব্‌লে যুক্ত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হেলায় দূরে ঠেলে দেওয়া থেকে শুরু করে বিটিটিবির ব্যান্ডউইডথ মূল্যতালিকা ও হ্রাসসহ নানাবিধ সময়োপযোগী তথ্য তুলে ধরেছেন। প্রথম আলোর পাঠকেরা এতে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু মুনির হাসান নিজে লাইসেন্সবিহীন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চমূল্যে ইন্টারনেট-সেবা গ্রহণ করে এবং এর নিম্নমানের সেবায় ক্ষুব্ধ হয়ে যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন, তার ফলে লাইসেন্সধারী মানসম্পন্ন আইএসপিদের সম্পর্কে জনমনে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে। এতে আইএসপিরা নানাভাবে হেয়প্রতিপন্ন হয়েছে। জনাব হাসান যদি লেখার আগে বিটিআরসি বা আইএসপি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তা হলে তিনি নিজে সমস্যায় পড়তেন না। উল্লেখ্য, বিটিআরসির ওয়েবসাইটেও লাইসেন্সধারী সব আইএসপির নাম, ঠিকানা বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি এব্যাপারে খোজ খবর না নেওয়ায় সৎ, উদ্যোগী আইএসপিদের সঙ্গে পাড়া-মহল্লায় লাইসেন্সবিহীন নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন যা আমাদেরকে মর্মাহত করেছে এবং সঙ্গত কারণেই আমরা এর প্রতিবাদ জানাই।

ঢাকা শহরে লাইসেন্সধারী ৪০টির মতো আইএসপি ডিএসএল, কেব্‌ল মডেম, ফাইবার অপটিক কেব্‌ল ও ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও পাড়া-মহল্লায় বাসাবাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে আসছে। এ ছাড়া প্রায় ৫০০ লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরের সব এলাকায় বাসাবাড়ি ছাড়াও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ দিচ্ছে। সাধারণ গ্রাহকেরা লাইসেন্সধারী আর লাইসেন্সবিহীন আইএসপির পার্থক্য জানে না বা খোঁজ করেও দেখে না। আমাদের দেশে তিন ধরনের আইএসপি লাইসেন্স আছে। দেশের সব স্থানে সেবা দেওয়ার জন্য নেশনওয়াইড, কেবল ঢাকাভিত্তিক কেন্দ্রীয় ও জেলাভিত্তিক স্থানীয়। দেশে প্রায় ১৭৯টি আইএসপির লাইসেন্স আছে, যার মধ্যে সব কটি মোবাইল ফোন অপারেটর, প্রাইভেট পিএসটিএন অপারেটর ছাড়াও আমাদের মতো লাইসেন্সধারী আইএসপিরা আছে। গত মাসে বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি অর্ধেক করা হয়েছে। পাশাপাশি বিটিআরসিকে প্রদেয় ব্যান্ডউইডথ চার্জ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। দেশের সব আইএসপি বিটিআরসির এই সময়োপযোগী পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানায়। পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহারের ভ্যাট ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ দশমিক ৫ শতাংশে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি এই বাজেটে তা কার্যকর করা হবে। এতে গ্রাহকদের ইন্টারনেট ব্যবহার-ব্যয় অনেকাংশে কমে আসবে। সবচেয়ে আনন্দের খবর, বিটিটিবি এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৩ শতাংশ থেকে ৪৭ শতাংশ দাম কমানোর পর আবারও ৫০-৬০ শতাংশ মূল্য কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা জনাব হাসান উল্লেখ করেছেন। এতে বর্তমানে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, তারা যেমন উপকৃত হবে, পাশাপাশি

অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য যারা এর সুফল থেকে বঞ্চিত ছিল, তারাও তুলনামূলকভাবে সুলভে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। আইএসপিদের জন্য এর চেয়ে ভালো খবর আর কী থাকতে পারে।

আইএসপিরা বর্তমানে বিটিটিবির থেকে ৪০ হাজার টাকা প্রতি মেগাবাইট হিসেবে ব্যান্ডউইডথ কিনে থাকে এবং এই হিসাবে ১২৮ কেবিপিএসের খরচ দাঁড়ায় পাঁচ হাজার টাকা। এর ওপর সংযোগ দেওয়ার জন্য কেব্‌ল খরচ, সংরক্ষণাবেক্ষণ খরচ, জনবল ইত্যাদি খরচও বহন করতে হয়। আইএসপিরা কারিগরি সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঘরোয়া গ্রাহক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী ন্যায়সংগত মূল্যে জুতসই ইন্টারনেট-সেবা দিয়ে থাকে। ফলে ঘরোয়া ব্যবহারকারীরা ১২৮ কেবিপিএস বা তদূর্ধ্ব ব্যান্ডউইডথ এক-দেড় হাজার টাকায় বাসায় বা অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করতে পারছে। প্রায় সব আইএসপি গত ফেব্রুয়ারি মাসেই সব গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে ৩৩ থেকে ৫০ শতাংশ ব্যান্ডউইডথ বাড়িয়ে দিয়েছে অথবা মূল্য হ্রাস করেছে। ছোট ব্যবহারকারীর এই উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে ১৭৯টির বেশি বৈধ আইএসপির অন্যথা করার কোনো উপায় আছে কি? প্রতিযোগিতামূলক এই সেবায় এক আইএসপির গ্রাহক অন্য একটিতে নেওয়ার যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে, তা সংশ্লিষ্ট সবাই জানেন। মূল্য কমিয়ে, সেবার মান আরও বাড়িয়ে গ্রাহকসংখ্যা ধরে রাখাই আমাদের প্রতিদিনের সংগ্রাম। অথচ আমরা হতবাক হয়েছি, জনাব হাসান গ্রাহক প্রান্তের মূল্য কমানোর তথ্যটি উল্লেখ না করে লাইসেন্সবিহীন এক আইএসপির সব দোষে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আমরা বারবার বিটিআরসিকে অবৈধ ৫০০টির বেশি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় এনে মানসম্পন্ন ইন্টারনেট-সেবা দিতে বাধ্য করার জন্য অরাজকতার অবসানে অনুরোধ করে আসছি। এতে গ্রাহকদের পাশাপাশি আমরাও উপকৃত হবো। সুষম নীতিমালার মধ্যে সব আইএসপিকে সব স্থানে সেবা কার্যক্রমে সুবিধা প্রদান করা উচিত। অথচ বর্তমানে ঢাকার অনেক স্থানে ওই সব প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতায়, অনেক সময় পেশিশক্তির ভয়ে আমাদের মতো আইএসপিদের ওই সব এলাকায় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আমরা একদিকে লাইসেন্স ফি/ভ্যাট/ট্যাক্সের মাধ্যমে দেশের রাজস্ব সমৃদ্ধ কারার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি, পাশাপাশি উচ্চ বেতনের তথ্যপ্রযুক্তির প্রকৌশলী থেকে শুরু থেকে অনেকের কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করেছি।

আমরা ইন্টারনেট সেবার হাজারো সমস্যা এবং এর সমাধান করতে প্রতিনিয়ত বিটিআরসি, সংশ্লিষ্ট মহল এবং গণমাধ্যমে জানিয়ে আসছি।

এম এ সালাম: সভাপতি, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।

প্রবাসী
ডটকম
আমরা আপনার কথা বলি
www.probasi.com